দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

লোহাগড়ায় গাইড বইয়ের রমরমা ব্যবসা

■ লোহাগড়া (নড়াইল) সংবাদদাতা

নড়াইলের লোহাগড়া পৌরসভাসহ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের বিভিন্ন বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে প্রকাশ্যে গাইড ও নোট বইয়ের জমজমাট ব্যবসা চলছে। এক শ্রেণির শিক্ষক নেতারা বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছে এসব নিষিদ্ধ গাইড ও নোটবই।

এনসিটিবি সূত্রে জানা যায়, সরকার ১৯৮০ সালে আইন করে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের নোট বই মুদ্রন, বাঁধাই, প্রকাশনা, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে। এছাড়াও উচ্চ আদালতের রায়ে গাইড ও নোটবই মুদ্রন ও বাজারজাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

মঙ্গলবার বিকালে লোহাগড়া বাজারের অর্পণা স্টোর, জনতা লাইব্রেরি, জামান বুক ডিপোসহ আশ-পাশের বইয়ের দোকান ঘুরে দেখা গেছে, প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার গাইড ও নোটবই বিক্রি করছে বই ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ রয়েছে, এসব গাইড ও নোট বইয়ের কভার পেজে গাইড ও নোট শব্দটি তুলে দিয়ে সৃজনশীল শব্দটি ব্যবহার করছে।

এদিকে, এনসিটিবি কর্তৃক নির্ধারিত সহায়ক বই না পড়িয়ে উপজেলার ৩৫টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাদের পছন্দ মতো গ্রামার ও ব্যাকরণ বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শাহীদুর রহমান বলেন, 'আমরা স্কুল পরিদর্শন করে কোনো গাইড বই পড়াতে দেখি নাই'।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোকতার হোসেন বলেন, শীঘ্রই এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

লোহাগড়া (নড়াইল): বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার গাইড ও নোট বই সজ্জিত একটি লাইব্রেরি — ইত্তেফাক